بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

ওসিয়তনামা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি তা পাওয়ার উপযুক্ত । সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এবং তাঁদের উপর যারা তা পাওয়ার উপযুক্ত।

"প্রতিটি প্রানী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।" (**আলে-ইমরানঃ ১৮৫**)।

মারা যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার উত্তরসূরী ও আত্মীয়স্বজনকে ওসিয়ত করে যাওয়া, যেন তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিদ'আতী কর্মকাণ্ড না হয়। কারণ সাবধান করে না গেলে বা এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে এ জন্য তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে। রাসূল (সাঃ) বলেন , 'তোমরা কি শুননি, নিশ্চয় আল্লাহ চোখের কান্না ও অন্তরের চিন্তার কারণে শাস্তি দিবেন না; বরং তিনি শাস্তি দিবেন এর কারণে। অতঃপর তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন।' (**বুখারি – ১৩০৪, মুসলিম – ২১৭৬, মিশকাত – ১৭২৪**)

❖ মৃত্যুর সময়ঃ

- মুমূর্ষু কিংবা মৃত্যু অবস্থায় পাশে কুরআন পাঠ করা বা সূরা ইয়াসীন পড়া যাবেনা।
- মৃত্যুর সাথে সাথে চোখ খোলা থাকলে চোখ বন্ধ করে দিতে হবে কিন্তু কিবলার দিকে মাথা ঘোরানো যাবেনা।
- মৃত্যুর জন্য বিলাপ করে কান্না করা যাবেনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেদ করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মাইয়েতকে তাঁর পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেন। ওমর (রাঃ) বিলাপ করে কান্নাকারীদের লাঠিপেটা করতেন, পাথর মারতেন এবং মাটি নিক্ষেপ করতেন। (বুখারি – ১৩০৪, মুসলিম – ২১৭৬, মিশকাত – ১৭২৪)
- লাশের পাশে আগরবাতি বা মোমবাতি জ্বালানো যাবেনা।
- মেয়েদেরকে লাশ দেখতে দেয়া যাবেনা। (যারা মাইয়াতের মাহারাম তারা দেখতে পারবে)।
- মারা যাওয়ার পর কোন প্রকারের চুল, নখ কাটা যাবেনা।
- মৃত্যুর সংবাদ কম প্রচার করাই উত্তম।
- জানাযার সালাতের পর কিংবা দাফনের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা যাবেনা।
- দ্রুত গোসল করানো ও কাফন-দাফন করা সুন্নাত।

❖ **গোসলঃ** সাবান দিয়ে গোসল করাতে হবে। নিকটাত্মীয় গোসল করানো উত্তম (নিজের স্বামী বা স্ত্রী মাইয়াতকে গোসল করে দেয়া উত্তম।)। প্রথমে "বিসমিল্লাহ্" বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গগুলো ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে। তিনবার বা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় পানি ঢালা যাবে।

গোসল শেষ করার পর সুগন্ধি লাগাবে। গোসল করানোর পূর্বে কুলুখ করানো, খিলাল করানো ও পেট চেপে বা উঠা বসা করে পায়খানা-পস্রাব বা ময়লা বের করা যাবেনা।

❖ **কাফনঃ** অবশ্যই তিন কাপড়ে কাফন পরাতে হবে।। একটি লেফাফা বা বড় চাদর, যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডেকে যাবে। একটি তহবন্দ বা লুঙ্গি ও একটি কামীছ বা জামা। 'আয়াতুল কুরসী' বা কোন আয়াত লিখা কাপড় দিয়ে মাইয়াতকে ঢাকা যাবেনা।

❖ **জানাযাঃ**

- জানাযায় নিয়ে যাওয়ার সময় পিছনে পিছনে উচ্চস্বরে তাকবীর দেয়া বা জিকির করা যাবেনা।
- জানাযা শুরুর আগে পরিবারের বা কাছের কেউ একজন মাইয়াতের ঋণ পরিসুদের ঘোষণা দিয়ে জানাযা শুরু করতে হবে। এ কথা ব্যতিত অতিরিক্ত কোন কথা, বক্তব্য বা অন্য কোন নেতা বা কোন ব্যক্তি বক্তব্য দিতে পারবেনা।
- জানাযার সময় গোলাপ জল ছিটানো যাবেনা।
- জানাজায় প্রত্যেক তাকবিরে হাত উত্তোলন করতে হবে। এটি মুস্তাহাব কাজ।
- **জানাযার নিয়মঃ** প্রথমে তাকবির বলে ইমাম সাহেব আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে। সূরা ফাতিহার সাথে সূরায়ে ইখলাস বা সূরায়ে 'আসরের ন্যায় কোরআনের কোন ছোট সূরা বা কিছু আয়াত মিলিয়ে নেয়া মুস্তাহাব। সাহাবি আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে সূরা মিলিয়ে জানাযা পড়তেন। অতঃপর দ্বিতীয় তাকবির দিয়ে রাসূলের (সাঃ) উপর দরূদ পড়বে, যেমন অন্যান্য নামাযের শেষে বৈঠকে পড়া হয়। অতঃপর তৃতীয় তাকবির দিয়ে মৃতের জন্যে দু'আ করবে, দু'আর সময় নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে শব্দের আভিধানিক পরিবর্তন প্রয়োগ করবে, একাধিক জানাযা হলে বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবির বলবে এবং ক্ষণকাল চুপ থেকে ডান দিকে এক সালাম ফিরিয়ে জানাযা শেষ করবে। আর ছানা ইচ্ছা করলে পড়তেও পারে, আবার ইচ্ছা করলে ছেড়েও দিতে পারে। তবে তা পরিত্যাগ করাই উত্তম হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা জানাযা নিয়ে তাড়াতাড়ি করবে।"(মুসলিম-২০৬১)
- জানাযার সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা যাবেনা।

❖ **দাফনঃ**

- কবর গভীর ও প্রশস্ত করে ভালভাবে খনন করতে হবে। 'লাহদ' ও 'শাক' দু'ধরনের কবরই জায়েয।
- কবরে গোলাপ জল ছিটানো যাবেনা।
- উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিকটবর্তী যারা ও সর্বাধিক প্রিয় ব্যাক্তি যারা তারা কবরে নামবে।
- পায়ের দিকদিয়ে কবরে নামাবে। কবরে চিত করে শোয়ানো যাবেনা ডান কাতে শোয়াতে হবে।। কবরে শোয়ানুর সময় "বিস্মিল্লা-হি 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হ" দুয়া পড়বে।
- কবর বন্ধ করার পরে সকলে সাধারণ দু'আ হিসাবে 'বিসমিল্লা-হ্' বলে তিন মুষ্টি মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবে। পাতিলে করে মাটি নিয়ে সকলের কাছে কাছে জেয়ে মাটি স্পর্শ করিয়ে আনা যাবেনা।

- কবরের মাটি সমান করে দিবে। কবর সাধারণ মাটি থেকে বিঘত খানেক (আধ হাত) উঁচু করবে। বেশি উঁচু করা বা সৌধ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ।
- চার কুল পড়ে কবরের চার কোণায় খেজুরের ডাল পোঁতা যাবেনা।
- দাফনের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা যাবেনা।
- কবরের চার পাশ কোন বাঁশ কিংবা ইট দিয়ে বাঁধায় করা যাবেনা।

❖ মৃত্যুর পরেঃ

- মৃত্যুর আগে কিংবা পরে খানার আয়োজন করা যাবেনা।
- শোক দিবস বা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা যাবেনা।
- মাইয়াতের জন্য বেশি বেশি দান-সাদকা করতে হয়।
- কবর যিয়ারত করতে গিয়ে সাতবার সূরা ফাতিহা, তিনবার সূরা ইখলাস, সাতবার দরূদ ইত্যাদি নিয়ম পালন করা যাবেনা।
- নির্দিষ্ট করে ২৭ রামাযান তারিখে, দুই ঈদের দিন কিংবা জুম'আর দিন কবর যিয়ারত না করে যে কোন সময় কবর যিয়ারত করা যাবে। (দিন নির্দিষ্ট করা যাবেনা)।

সেই দিনের অপেক্ষাতে আছি, যেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা ডেকে বলবেন, **"হে প্রশান্ত আত্মা, ফিরে আসো তুমার রবের নিকট প্রশান্তচিত্তে, সন্তুষভাজন হয়ে। শামিল হয়ে যাও আমার নেকবান্দাদের মাঝে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে" (আল-ফাজরঃ ২৭-৩০)**